PANI SAMPAD BARTA

ISSN ■ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৪০, জানুয়ারি - মার্চ-২০১২
ISSUE 40, January - March 2012

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হালদা নদীতে রাবার ড্যাম উদ্বোধন

গত ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে চট্টগাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন কৈয়াছড়ায় হালদা নদীর উপর নির্মিত ৫৫ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যামের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন কৈয়াছড়ায় হালদা নদীতে নির্মিত ৫৫ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যামের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এই রাবার ড্যাম নির্মাণে ৯.৭৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

শুষ্ক মৌসুমে ফসলের জমিতে সেচের পানির নিশ্চয়তা দেয়া এবং সেচ এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্ষা-পরবর্তী মৌসুমে অতিরিক্ত পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এলজিইডি নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীতে ও ঈদগাঁও খালে পাইলট ভিত্তিতে দুইটি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। উক্ত রাবার ড্যাম দুইটির সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলজিইডি এ পর্যন্ত মোট ৭১.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ২৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করেছে। রাবার ড্যামগুলো নির্মাণের ফলে ২৯,১০৭ হেক্টর কৃষি জমি সেচ সুবিধা পাচ্ছে, অতিরিক্ত ৯০,৯৪০ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হয়েছে এবং ২,৩৯,০০০ জনদিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

হালদা নদীতে ৫৫ মিটার দীর্ঘ রাবার ড্যামটি নির্মাণের ফলে ফটিকছড়ি উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ১১টি গ্রামের প্রায় ১০০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। এর ফলে প্রতি বৎসর ৩,১০৫ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হবে, ৩,৯৭৫টি কৃষি-সংশ্লিষ্ট পরিবারের ১০,০৫০ জন উপকৃত হবে এবং ২০,০০০ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। এই রাবার ড্যামটি নির্মাণের ফলে বর্ষা-পরবর্তী মৌসুমে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উপ-প্রকল্প এলাকায় রবি, বোরো ও টি আমনে সেচ কাজে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে দেশের ১১টি জেলায় ১২টি রাবার ড্যাম নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের কাজের গড় অগ্রগতির হার ৭৫%। বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার সদর উপজেলায় ৩৫ মিটার দীর্ঘ শীলক রাবার ড্যাম, সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ৬০ মিটার দীর্ঘ লংলা রাবার ড্যাম এবং লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় ১০০ মিটার দীর্ঘ সানিয়াজান রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১১,০০০ হেক্টর জমি সেচের সুবিধা পাবে, প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ৩৫,৮০২ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদিত হবে এবং ২,৬৫,৫১১ জন দিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। গত ২৮ মার্চ ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম

অন্যান্য পাতায়

- সম্পাদকীয়
- দ্বারিয়াপুর পাবসস - এর এজিএম ও ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত
- জাইকা প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত,
- ব্যবস্থাপনা কমিটির নব-নির্বাচিত সদস্যদের জন্য সমবায় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান
- Collaborative Approach of SSWRDP and UDCC শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১২ উদ্‌যাপিত
- বিশ্ব পানি দিবস - ২০১২ উদ্‌যাপিত
- এলজিইডি'র পানি সম্পদ উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

সম্পাদকীয়

আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১২

বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় ৮ই মার্চ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষিত হয়েছে পুরুষের সাথে নারীর জীবনে প্রচলিত সকল প্রকার বৈষম্যকে দূর করার মাধ্যমে নারীকে আত্মমর্যাদাশীল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। দেশে দেশে নারীরা বঞ্চনা আর অবহেলার শিকার হলেও নারীদের মধ্যে যাঁরা যুগ যুগ ধরে নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জার্মান শ্রমিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন। তারই নেতৃত্বে ১৯১০ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয় এবং ১৯১১ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রথম পালিত হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের ১০১তম বছর। দিবসটি আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ার জন্য নারীকে দেয় প্রেরণা আর সাহস জোগানোর শক্তি।

বিশ্বজুড়ে মানুষের বহুমাত্রিক বিপন্নতা আজ বেড়েই চলেছে। সম্পদ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ সত্ত্বেও এ পৃথিবীতে এখনও অন্যায়-অবিচার, বৈষম্য-বঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ন ভয়াবহভাবে নানারূপে বিরাজমান। এ পরিস্থিতি সাধারণভাবে সকলকে কমবেশি আক্রান্ত করলেও বিশেষভাবে নারীরা এর ফলে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতার শিকার হচ্ছে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বৈষম্য এবং অসমতা এবং যে কোনো মন্দ সামাজিক পরিবেশ এভাবেই নারীকে আরো অনিরাপদ করে তোলে। আমাদের বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে -

"কিশোরী তরুণী বালিকা
মিলাও হাত
গড়ে তোলো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ"।

এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি নারীদের বিভিন্ন বয়ঃসীমা এবং তার ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার কথা ব্যক্ত করে। আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক ব্যবস্থায় নারী অধিকার এবং নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই এই প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে ঃ জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫) ঃ জেন্ডারকে মূলধারায় আনার লক্ষ্যে জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫) বাস্তবায়ন; জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম; ডে কেয়ার সেন্টার; জেলা পর্যায়ে জেন্ডার কমিটি; নারীদের কর্মসংস্থান; সহায়ক সুবিধা; আত্মকর্মসংস্থান; নারী নেতৃত্ব বিকাশ ও ক্ষমতায়ন; সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ; মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবসা সংক্রান্ত সুবিধা ইত্যাদি। এলজিইডি বিগত বছরগুলোর মতো ২০১২ সালেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেছে। গত ১৫ই মার্চ ২০১২ দিবসটি পালিত হয় এলজিইডি'র সদর দপ্তরে। এছাড়া এলজিইডি'র

দ্বারিয়াপুর পাবসস লিঃ - এর নির্বাচনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের আবহ সৃষ্টি হলো

গত ২৬ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান দু'টিকে কেন্দ্র করে পাবসস সদস্যসহ এলাকার আপামর জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দু'পর্বে বিভক্ত অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে সকাল ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ, সদর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ - এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন (বামে); সমিতির একজন সদস্য নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন (ডানে)।

কমিটির বিভিন্ন পদে নির্বাচনের জন্য মোট ২২ জন নারী ও পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। পাবসসের ১০২৩ জন সদস্যের মধ্যে ৩৯১ জন নারীসহ ৯২৫ জন ভোটার নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে আলহাজ্ব মোঃ বেলাল উদ্দিন সভাপতি, মোঃ মজিবুর রহমান সহ-সভাপতি, মোঃ ইয়াহিয়া বিশ্বাস সম্পাদক, মোঃ শফিকুল ইসলাম কোষাধ্যক্ষ পদে এবং এলাকাভিত্তিক ৪ জন নারী ও ৪ জন পুরুষ সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি চাঁপাই নবাবগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এ কে এম মতিউর রহমান, চাপাই নবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র জনাব আব্দুল মতিন, জেলা সমবায় অফিসের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুল গনি ও প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট মোঃ তাসনিম ইসলাম।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সভা কক্ষে বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের (জাইকা) প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মশিউর রহমান তার উপস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, উপ-প্রকল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নকাল, প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিতকরণসহ অন্যান্য বিষয় তুলে ধরেন। প্রকল্পের মেয়াদ বর্ধিতকরণ সম্পর্কে তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতে ২ বৎসর বিলম্বের বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ জুন ২০১৩ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

আইএমইডি-র মহাপরিচালক জনাব মোঃ হাসানুর রহমান জানান যে, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবেনা। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সভায় উপস্থিত সকলকে প্রকল্পের বৈশিষ্ট ও উপ-প্রকল্পের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি বলেন প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করা হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে স্টিয়ারিং কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ৩০ জুন ২০১৩ সালের পরিবর্তে ৩০ জুন ২০১৫ সাল নির্ধারণ করত: প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছরের জন্য বৃদ্ধি করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভায় একটি সংশোধিত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ২০১২ সালের মধ্যে বর্ধিত প্রকল্প মেয়াদের

পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এলজিইডি সদর দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় এবং সমবায় অধিদপ্তরের সহায়তায় গত ১৮-১৯, ২০-২১ ও ২৮-২৯ মার্চ ২০১২ সমবায় ভবনে পাবসসের ব্যবস্থাপনা কমিটির নবনির্বাচিত সদস্যদের জন্য "পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন" শীর্ষক তিনটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ কোর্সটি এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন প্রশিক্ষণে নবনির্বাচিত

সমবায় ভবনে পাবসসের ব্যবস্থাপনা কমিটির নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের জন্য "পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব সৈয়দ মাহবুবুর রহমান।

সদস্যগণ পাবসসের আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগ, পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে পাবসসের দায়িত্ব ও কর্তব্য, রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। ২০-২১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ ব্যাচ তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এবং ২৮-২৯ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাচ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও জাইকা অর্থায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পাবসস সদস্যদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান

গত ১৯ মার্চ, ২০১২ তারিখে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলাধীন চকগোবিন্দপুর-আলদাদপুর উপ-প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে

উপ-প্রকল্প এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত নারীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ চেক প্রদান করছেন জনাব মোঃ শহিদুল আলম, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ আবাসিক মিশন এডিবি।

ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ক্ষতিপূরণের চেক বিতরণ করেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম।

এদিন মোট ৬১ জন ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও পুরুষের মধ্যে মোট ৪,৭৮,১০০ (চার লক্ষ আটাত্তর হাজার একশত) টাকার চেক বিতরণ করা হয়। চেক বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, গাইবান্ধা, জনাব মমতাজ হায়দার, সিনিয়র সোসিও ইকোনমিষ্ট, প্রকল্প সদর দপ্তর, উপজেলা প্রকৌশলী, সাদুল্লাপুর, প্রকল্প সোসিও ইকোনমিষ্ট ও পাবসস সদস্যবৃন্দ।

Collaborative Approach of SSWRDP and UDCC শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরের আরডিইসি ভবনে "Collaborative Approach of SSWRDP and UDCC" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এলজিইডি ও জাইকা'র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মধ্যে চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করা, দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের সুষ্ঠু ও সফল প্রয়োগের বিষয়ে

Collaborative Approach of SSWRDP and UDCC শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং এর অধিকতর সম্প্রসারণের উপায় অন্বেষণ করা। অর্ধদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-জাইকা'র প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মশিউর রহমান ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের পরিচালক জনাব আকরামুল হক (যুগ্ম সচিব), অতিরিক্ত প্রধান

প্রকৌশলী জনাব মুহাঃ আশরাফুল হক এবং জাইকা এক্সপার্ট Mr. Norio Kuniyasu। এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

Collaborative Approach of SSWRDP and UDCC শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে মতবিনিময় করছেন সিলেট দক্ষিণ সুরমা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবেরা আকতার।

কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে ছিল উন্মুক্ত আলোচনা। এ পর্বে ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটিকে আরও সক্রিয়করণের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদকে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে কিভাবে অধিকতর কার্যকরীভাবে সম্পৃক্ত করা যায় অংশগ্রহণকারীগণ সে বিষয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয় পর্বটি সঞ্চালন করেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ও অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ সহিদুল হক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জেলা, উপজেলা ও

এলজিইডিতে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস -২০১২ উদ্‌যাপিত

গত ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১২ উদযাপিত হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে আগারগাঁওস্থ এলজিইডি অডিটোরিয়ামে "এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ" বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, বিশিষ্ট নারী সংগঠক মিসেস নার্গিস বেগম, এবং সুলতানা নাজনীন আফরোজ, উপ-প্রকল্প পরিচালক ও সদস্য সচিব, জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম, এলজিইডি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।।

অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর প্রাঙ্গনে এক মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত সমিতির

আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১২ উপলক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তরে "এলজিইডিতে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠাকরণ" বিষয়ক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি।

নারী সদস্যগণ তাদের বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৈরী হস্তশিল্প সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এসব স্টল পরিদর্শন করে সমিতির নারী সদস্যদের তৈরী হস্তশিল্প সামগ্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে এলজিইডি এর বিভিন্ন সেক্টরের প্রকল্পগুলোর আওতায় গঠিত সমিতির নারী সদস্যদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ'দিন এলজিইডি'র নগর, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন - এই তিনটি সেক্টরের প্রতিটি থেকে পাঁচজন করে নারী, যাঁরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন - এমন ১৫ জন নারীকে তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন পাবসস-এর সহায়তায় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন এমন ৫ জন নারীর হাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পুরস্কার হিসাবে একটি ক্রেস্ট ও দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন- (১) মোছাঃ মনোয়ারা বেগম, শিরিষকাঠ খাল পাবসস লিঃ, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ (২) মোছাঃ মরিয়ম বেগম, অগ্রনী গন্ধব্যপুর পাবসস লিঃ, সদর লক্ষীপুর (৩) মোছাঃ আলেয়া পারভীন, হাড়িসোনা-কুন্দইল পাবসস লিঃ, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (৪) মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন, নাগদার খাল পাবসস লিঃ, গাংনী, মেহেরপুর এবং (৫) মোছাঃ শিরিন সরকার, কুচিয়ামোড় তালমাচ্ছ পাড়া পাবসস লিঃ, পঞ্চগড়।

এলজিইডি'র পানি সম্পদ সেক্টরের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি'র ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি, বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর পর্যালোচনা সভা গত ৭, ৮, ও ২২ ফেব্রুয়ারী এবং ৭ ও ১৮ মার্চ ২০১২ তারিখে যথাক্রমে ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব আব্দুস শহীদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা), সভায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ দেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম সহ অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প, জাইকা অর্থায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এবং আইডব্লিউআরএম ইউনিটের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জেলাসমূহের নির্বাহী প্রকৌশলী এবং উপজেলা প্রকৌশলীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব পানি দিবস - ২০১২ উদ্‌যাপিত

২২ মার্চ ২০১২ তারিখে বিশ্ব পানি দিবস ২০১২ উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল ভবনে "পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা" শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব শেখ আলতাফ আলী উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কামরুন নাহার খানম স্বাগত ভাষন দেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বুয়েট, কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং আইডব্লিউএম ও ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক জনাব এ. কে. এম. শহীদুজ্জামান। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আইডব্লিউআরএম ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব আব্দুস শহীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মো: জয়নাল আবেদীন এবং অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ সহিদুল হক সহ অন্যান্য প্রকৌশলীগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশ্ব পানি দিবস-২০১২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালী পরিচালনা করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ও মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এর আগে দিবসের শুরুতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এই র‍্যালীটি উদ্বোধন ও পরিচালনা করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক। সকাল ৮টায় ঢাকাস্থ জাতীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে র‍্যালীটি কার্জন হলের সামনে দিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়। র‍্যালীতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খানসহ দাতা সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণায়লের বিভিন্ন বিভাগ ও অধিদপ্তরের সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, সাংবাদিক ও মিডিয়া প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রকৌশলী, সোসিও ইকোনমিষ্ট, কর্মকর্তা ও কর্মচারী র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদক : জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সহ-সম্পাদক: জনাব মো: আমিনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ও জনাব মো: আব্দুর রউফ, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোনঃ ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্সঃ ৯১৩২০৬১, ই-মেইলঃ se.iwrm@lged.gov.bd, web: www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.